RABINDRA JIBON KOTHA
PRABHAT KUMAR MUKHOPADHYAY
AHBNG-403-C10

By
Dr Soumyabrata Bandopadhaya
Assistant Professor
Dept. of Bengali
Saltora Netaji Centenary College

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
(জন্ম – ২৫ জুলাই,১৬৯২
মৃত্যু – ১১নভেম্বর,১৯৬৫)

চার খণ্ডে লিখেছিলেন
'রবীন্দ্রজীবনী'। এই কাজ তাঁকে
অমর করে দিয়েছে। প্রথম খন্ড
প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৩ সালে।
যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখে
যেতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল –

'রবীন্দ্র জীবনকথা'

'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি'

' রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচিতি'

' রবি কথা'

' রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ'

'শান্তিনিকেতন–বিশ্বভারতী' প্রভৃতি

রবীন্দ্রজীবনকথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী
গ্রন্থনবিভাগ। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬ : ১৮৮১ শকাব্দ

©

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

২·১

রবীন্দ্রজীবনী

ও

রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

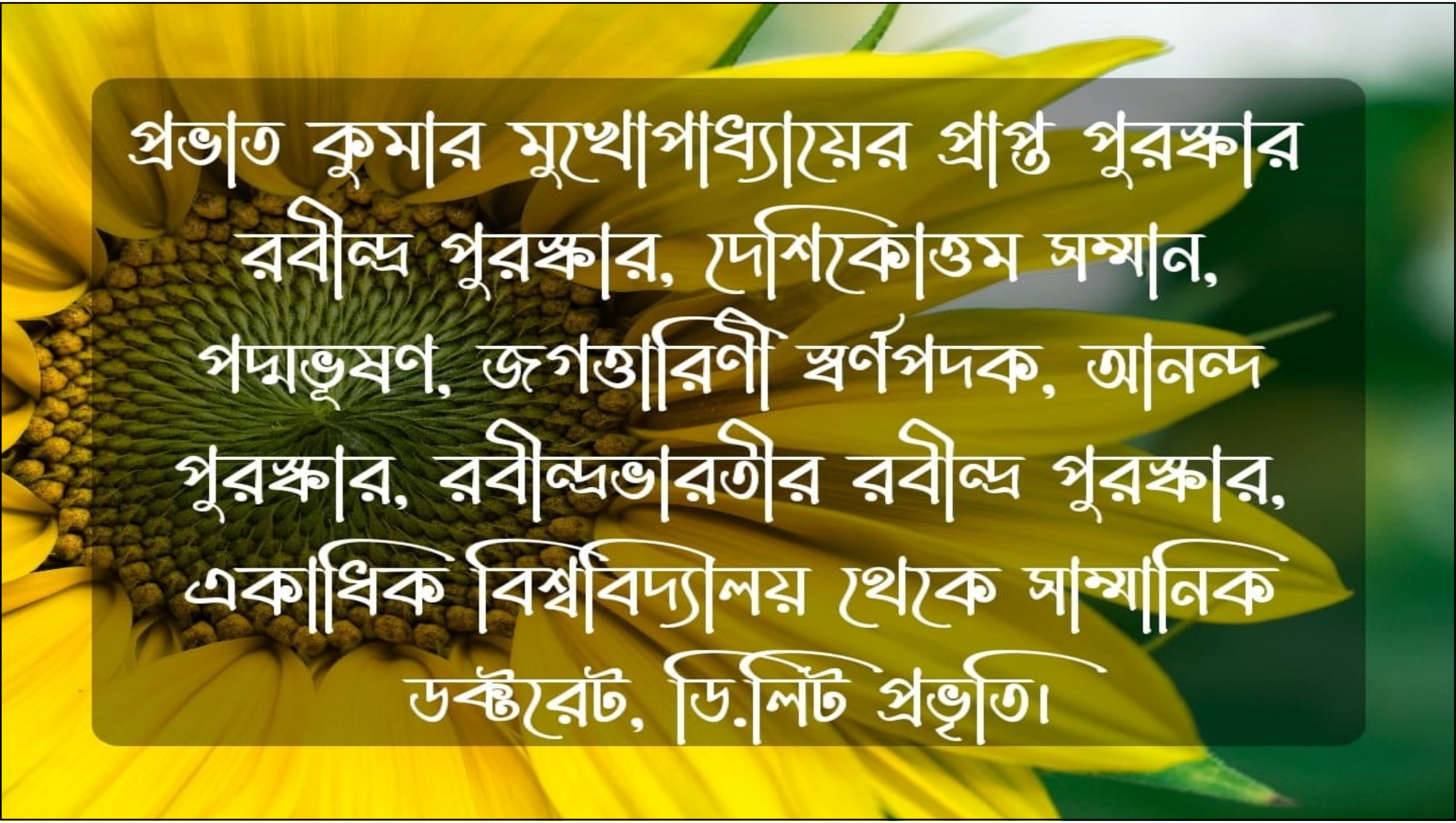
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত পুরস্কার
রবীন্দ্র পুরস্কার, দেশিকোত্তম সম্মান,
পদ্মভূষণ, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, আনন্দ
পুরস্কার, রবীন্দ্রভারতীর রবীন্দ্র পুরস্কার,
একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক
ডক্টরেট, ডি.লিট প্রভৃতি।

ছেলেবেলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনস্মৃতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিজীবনী
প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী
প্রশান্তকুমার পাল

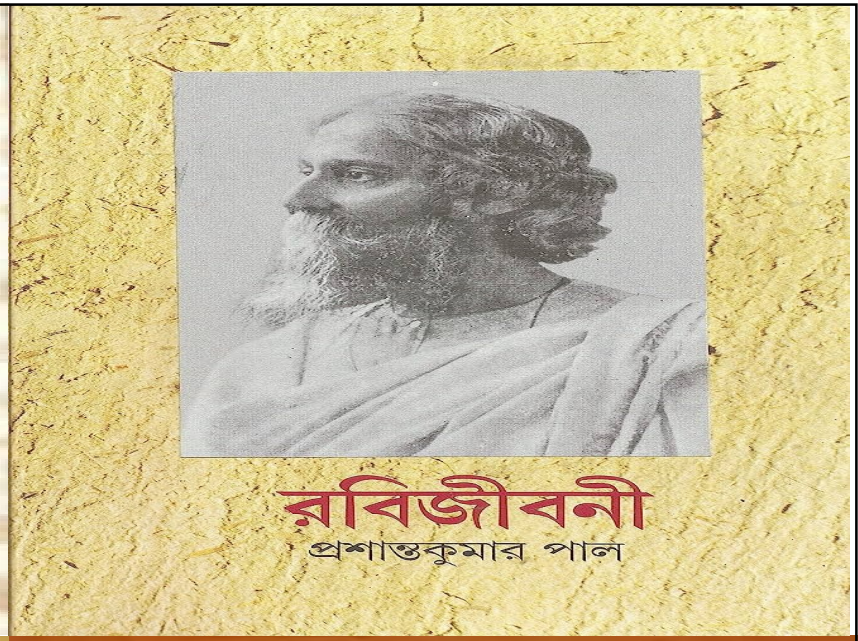
রবিজীবনী
প্রশান্তকুমার পাল

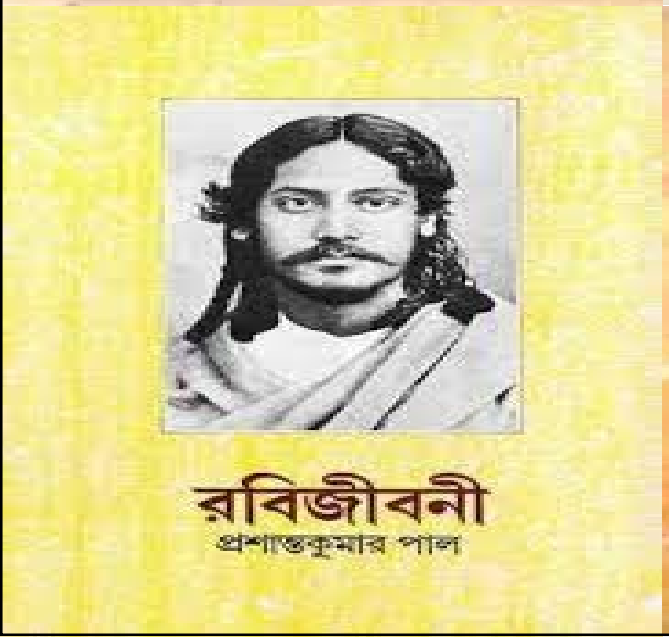
রবিজীবনী
প্রশান্তকুমার পাল

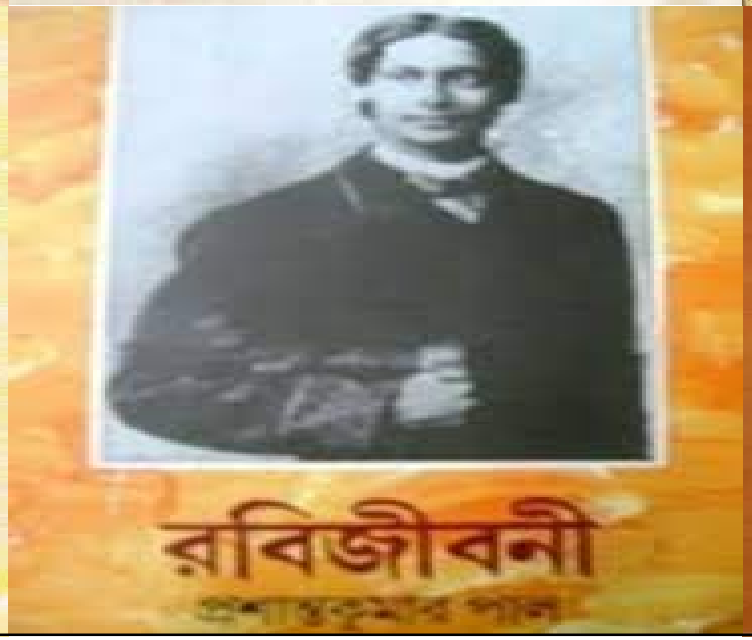
রবিজীবনী

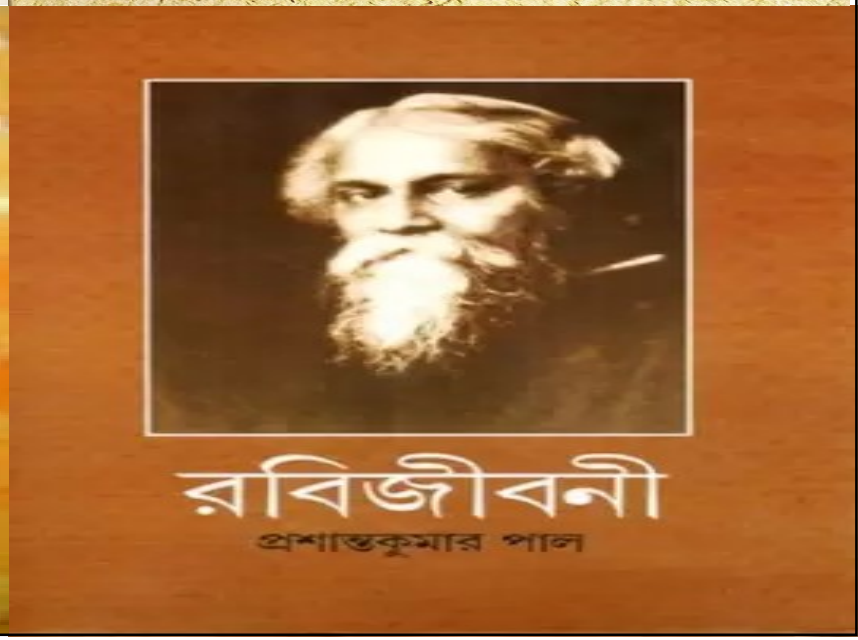
রবিজীবনী
প্রশান্তকুমার পাল

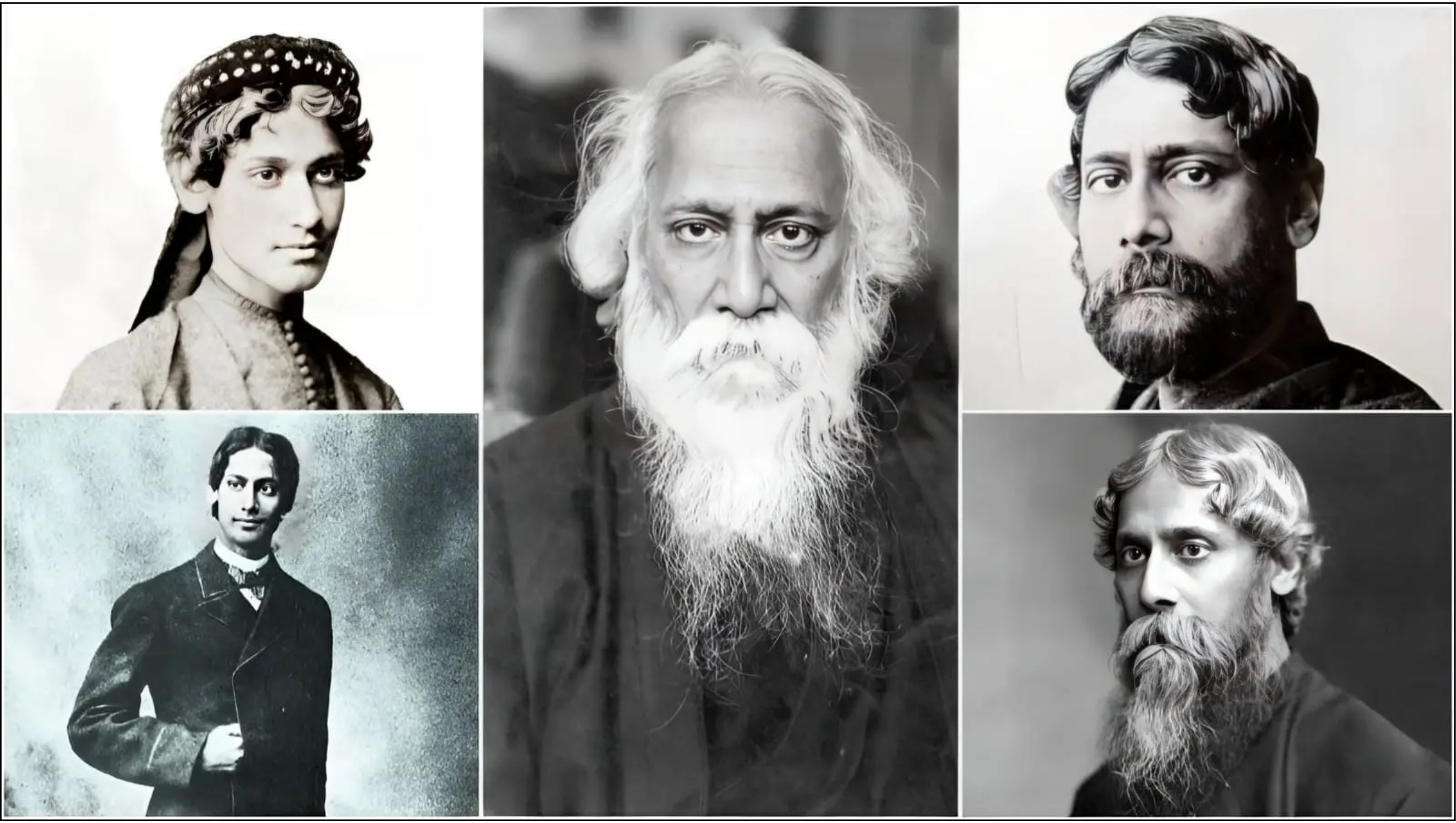

চারখণ্ডে মুদ্রিত রবীন্দ্রজীবনকথার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয় এই বই। এটি একটি নতুন বই এবং যেটি চলিত ভাষায় লেখা।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে
শ্রী হিমাংশুপ্রকাশ রায় মহাশয়কে।
গ্রন্থটি সম্পাদনার কিছুটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন
শ্রী পুলিনবিহারী সেন

প্রস্তাবনা

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের বাংলাদেশ ও কলিকাতার অবস্থা কী ছিল, তা এখনকার লোকের পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ। কারণ, যে বদলটা হয়েছে সেটা যদি শুধু বস্তুগত হত, অর্থাৎ জীবনযাত্রার সুখদুঃখের উপকরণ দিয়ে তার বিচার সীমিত হত, তবে দূরত্বটাকে হয়তো বা বোঝা যেতেও পারত। কিন্তু আসল বদল হয়েছে বাঙালির মনে, যেটাকে বলা যায় তার গুণগত বিবর্তন— কালান্তরে যা ঘটে চলেছে।

ইংরেজ বাংলাদেশে কায়েম হয়ে বসেছে প্রায় আরও একশো বছর আগে। ইংরেজের সেই নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য যে স্বাধীনতার লড়াই উত্তর ও মধ্য -ভারতে দেখা দিয়েছিল, ইতিহাসে যা আজ পর্যন্ত সিপাহী-বিদ্রোহ নামে অভিহিত, সদ্য তার অবসান হয়েছে। বাংলাদেশেও তার তরঙ্গ উঠেছিল। কিন্তু বাঙালি তখনো ইংরেজের মোহবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবার তাগিদ বোধ করে নি ; তাই তার সমাজজীবনে অতবড় বিপ্লবের রেখাপাত স্পষ্ট নয়।

কিন্তু, এই রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলার সমাজ ও ধর্ম -জীবনে মহাবিপ্লব এসেছিল রাজা রামমোহন রায়ের নূতন ধর্মদেশনা থেকে।

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন, নীলকরের হাঙ্গামা ও হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ, বাংলার প্রত্যন্তদেশে সাঁওতাল-বিদ্রোহ, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্তের তিরোভাব, মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালা – স্থাপন ও নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যুগোচিত প্রতিভার আত্মপ্রকাশের প্রয়াস" – এমনই মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম রবীন্দ্রনাথের।